জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিন

১২শ বর্ষ | ২য় সংখ্যা | জুন ২০২৫

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
মুহঃ ফজলুর রহমান
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
জনতা ব্যাংক পিএলসি.

উপদেষ্টামণ্ডলী
পরিচালকবৃন্দ
বদরে মুনির ফেরদৌস, ড. মোঃ আব্দুস সবুর, আব্দুল মজিদ শেখ, এ. কে. এম. খবির উদ্দিন চৌধুরী, আব্দুল আউয়াল সরকার, ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, মোঃ আহসান কবীর, মোঃ কাউসার আলম, এফসিএস, এফসিএমএ, এফসিসিএ, এসিএ ও মোঃ ওবায়দুল হক

প্রধান সম্পাদক
মোঃ মজিবর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী
উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ
মোঃ গোলাম মরতুজা, মোঃ ফয়েজ আলম, মোঃ আশরাফুল আলম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও)

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ আব্দুল মতিন
মহাব্যবস্থাপক
রিসার্চ অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিভিশন

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ
কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, ডিজিএম
উষাতন চাকমা, পিও
রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট

সম্পাদকীয়

সম্প্রতি জনতা ব্যাংক পিএলসির ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এ সময়ের মধ্যে জনতা ব্যাংক উল্লেখযোগ্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য ব্যাংকের বর্তমান সুযোগ্য পরিচালনা পর্ষদ, দক্ষ নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিরলস প্রচেষ্টা এবং সম্মানিত গ্রাহকদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতাকে স্বাগত জানাচ্ছে জনতা ব্যাংক পিএলসি.।

২০২৪ সালের আগস্টে দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর পর বাংলাদেশ ব্যাংক জনতা ব্যাংকের জন্য নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন করে দেয়। এই উদ্যোগের ফলে ব্যাংকের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা ফিরে আসে। জনতা ব্যাংকের ঋণ গ্রহণকারী কয়েকটি বড় ব্যবসায়ীগ্রুপ যেমন বেক্সিমকো, এস. আলম, এননটেক্স, ওরিয়ন, সিকদার, ক্রিসেন্টসহ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিপুল পরিমাণ ঋণ অনাদায়ী থাকার কারণে জনতা ব্যাংক বিভিন্ন সংকটের মুখে পড়ে। বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ দায়িত্ব নেওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৮ মাসের মধ্যে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার নতুন আমানত সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে এলসি পেমেন্টের ঘাটতি প্রায় পুরোটাই পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর সঙ্গে জনতা ব্যাংকের সম্পর্ক স্বাভাবিক ও গতিশীল হয়েছে।

দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে গ্রাহকবান্ধব সেবায় জনপ্রিয়তা অর্জনের মাধ্যমে জনতা ব্যাংক দ্রুত অগ্রগতি লাভ করছে এবং বর্তমান নেতৃত্বের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ব্যাংক টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

জনতা ব্যাংকের এ অগ্রযাত্রা সফল হোক।

জনতা ব্যাংক পিএলসি.
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

জনতা ব্যাংকের ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

জনতা ব্যাংক পিএলসির ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে মতিঝিলস্থ প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জানানো হয়, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর শেষে জনতা ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১ লক্ষ ৯ হাজার ৮১০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৫ দশমিক ৪৯ শতাংশ। ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ১৩৭ কোটি টাকা, এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩ হাজার ৩২৫ কোটি টাকা ও ৮ হাজার ১৫৫ কোটি টাকা। ফরেন রেমিট্যান্স খাতে অর্জন ২০ হাজার ২৮৯ কোটি টাকা, যা রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। এ সময়ে শ্রেণিকৃত ঋণ হতে ৩০৩ কোটি এবং অবলোপনকৃত ঋণ হতে ৬৬ কোটি টাকা নগদ আদায় করা হয়েছে। আকর্ষণীয় মুনাফায় নতুন নতুন প্রোডাক্ট চালু ও আমানত সংগ্রহের বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে আমানতকারীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ২০ হাজার বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৯৮ লক্ষে উন্নীত হয়েছে।

সাধারণ সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান ব্যাংকের ব্যবসায়িক বিভিন্ন খাতের অবস্থা তুলে ধরেন। সভায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস, এনডিসি, ব্যাংকের পরিচালক বদরে মুনির ফেরদৌস, ড. মোঃ আব্দুস সবুর, আব্দুল মজিদ শেখ, এ. কে. এম. খবির উদ্দিন চৌধুরী, আব্দুল আউয়াল সরকার, ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, মোঃ আহসান কবীর, মোঃ কাউসার আলম, মোঃ ওবায়দুল হকসহ ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ ও মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভা সঞ্চালনা করেন ব্যাংকের কোম্পানি সচিব মোঃ আবদুল আলীম খান।

মুহঃ ফজলুর রহমান, চেয়ারম্যান
জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ

সভাপতির বক্তব্যে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান বলেন, "অ্যাপসভিত্তিক বিশ্বমানের আধুনিক ব্যাংকিং সেবা ই-জনতা চালু করেছে জনতা ব্যাংক। চেক বই ছাড়া শুধু অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনে QR কোড স্ক্যান করে ই-জনতা অ্যাপসের মাধ্যমে ব্যাংকের যে কোনো শাখা থেকে টাকা উত্তোলন করা যায়। যে কোনো ব্যাংকে অর্থ প্রেরণ, ডিপিএস ও ঋণের কিস্তি প্রদানেরও সুবিধা রয়েছে। এছাড়া বিকাশ বা নগদ ওয়ালেটেও সহজে টাকা পাঠানো যায়।"

মোঃ মজিবর রহমান, এমডি
জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান জানান, ২০২৪ সালে ভ্যাট ও আবগারি শুল্ক বাবদ জনতা ব্যাংক সরকারি কোষাগারে মোট ১ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা জমা করেছে, যা আগের বছরের চেয়ে ১২৩ কোটি টাকা বেশি। এছাড়া জনতা ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান জনতা ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ১৭ কোটি টাকা পরিচালন মুনাফা অর্জন করেছে।

জনতা ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

জনতা ব্যাংক পিএলসির সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান জনতা ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (জেসিআইএল)-এর ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা কোম্পানির কার্যালয়ে ২৪ মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। জেসিআইএল-এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং হোল্ডিং কোম্পানি জনতা ব্যাংক পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ মজিবর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ ও শেয়ারহোল্ডারগণ, হোল্ডিং কোম্পানি জনতা ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ গোলাম মরতুজা ও মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও), মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও অতিথিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কোম্পানির পক্ষে চিফ এক্সিকিউটিভ শহীদুল হক এফসিএমএ, কোম্পানি সচিব শিবেষ কীর্ত্তনীয়াসহ অন্যান্য নির্বাহী ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় চিফ এক্সিকিউটিভ শহীদুল হক উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালে মোট পরিচালন আয় ছিল ২৬.৭৩ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের পরিচালন আয়ের তুলনায় ১ কোটি টাকা বেশি। সভায় ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হিসাব বছরের সঞ্চিতি ও কর-পরবর্তী অর্জিত নিট মুনাফা ১১.৭২ কোটি টাকা হতে শেয়ারহোল্ডারগণের সম্মতিক্রমে জেসিআইএল, হোল্ডিং কোম্পানি জনতা ব্যাংক পিএলসির অনুকূলে ২ কোটি টাকার নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করে।

জনতা ব্যাংকে টাস্কফোর্স সভা অনুষ্ঠিত

১৩ মে ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসির প্রধান কার্যালয়ে শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়ে বিশেষ টাস্কফোর্স সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ডিএমডি মোঃ নজরুল ইসলাম ও মোঃ আশরাফুল আলম, মহাব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান, মোসাম্মৎ আম্বিয়া বেগম, মোঃ হাফিজুর রহমান মোল্লা, আরিফ আহমেদ ও উম্মে কুলসুমসহ সংশ্লিষ্ট উপমহাব্যবস্থাপকগণ এবং অন্যান্য নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক আলোচনা সভা

২৯ জুন ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনতা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ গোলাম মরতুজা ও মোঃ নজরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, নির্বাহীগণ এবং এমআইএস ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দুবাইয়ে প্রবাসীদের সাথে দুই ব্যাংকের মতবিনিময় সভা

জনতা ব্যাংক পিএলসি. ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির যৌথ অংশগ্রহণে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে প্রবাসীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। জনতা ব্যাংকের সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ খুরশিদ ওহাব, জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান এবং ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওমর ফারুক খান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর অনুষ্ঠানে বলেন, "দেশের দুর্বল ব্যাংকগুলোতে সরকারি হস্তক্ষেপের কথা ভাবছে অন্তর্বর্তী সরকার। বিদেশে অর্থ পাচারে জড়িতদের ধরতে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা নেওয়াসহ অর্থ পাচারকারীদের সম্পদ জব্দের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।" সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক আহমেদ সাম্প্রতিক সময়ে বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য প্রবাসীদেরকে সাধুবাদ জানান।

জনতা ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিভিন্ন শহরে ১৩টি বুথ স্থাপনের ঘোষণা দেন। এ সময় জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহবান জানান।

জনতা ব্যাংক পিএলসির আরব আমিরাতের প্রধান নির্বাহীর কার্যালয় ও আবুধাবী শাখা স্থানান্তরিত হয়ে নতুন ভবনে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

১৯ মে ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসির আরব আমিরাতের প্রধান নির্বাহীর কার্যালয় ও আবুধাবি শাখা স্থানান্তরিত হয়ে নতুন ভবনে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেছে। এ উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও গ্রাহক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। জনতা ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে নতুন ভবনে ব্যাংকিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক আহমেদ।

এ সময় দূতাবাসের উপপ্রধান শাহনাজ আক্তার রানু, কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম এবং জনতা ব্যাংক পিএলসির ইউএই-এর প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের আবুধাবির রিজিওনাল ম্যানেজার শাহাদাত হোসেনসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক আহমেদ জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি, গ্রাহক সেবার মান ও প্রসার বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেন।

বিভাগীয় শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন

এপ্রিল-জুন ২০২৫

বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লা ও নোয়াখালী

৮ মে ২০২৫ তারিখে কোটবাড়ীতে অবস্থিত ব্যুরো অব বাংলাদেশ, কুমিল্লার ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত জনতা ব্যাংক পিএলসির কুমিল্লা ও নোয়াখালী বিভাগীয় শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন ২০২৫ এ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান। এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফয়েজ আলম ও মোঃ নজরুল ইসলাম সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের ১ম পর্বে সভাপতিত্ব করেন নোয়াখালী বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম-ইনচার্জ মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং ২য় পর্বে সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম-ইনচার্জ মহিউদ্দিন মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব। কুমিল্লা ও নোয়াখালী বিভাগের এরিয়াপ্রধানগণ ও অন্যান্য নির্বাহীবৃন্দ এবং শাখাব্যবস্থাপকগণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

বিভাগীয় কার্যালয়, ফরিদপুর

৩০ মে ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসির ফরিদপুর বিভাগীয় শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আশরাফুল আলম। বিভাগীয় কার্যালয়, ফরিদপুরের জিএম-ইনচার্জ মোঃ সহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে ফরিদপুর বিভাগের এরিয়াপ্রধানগণ, অন্যান্য নির্বাহী এবং শাখাব্যবস্থাপকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল

২০ জুন ২০২৫ তারিখে বরিশাল শহরে জনতা ব্যাংক পিএলসির বরিশাল বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ নজরুল ইসলাম। বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক আলমগীর কবির চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বরিশাল বিভাগের এরিয়াপ্রধানগণ ও অন্যান্য নির্বাহীবৃন্দ এবং শাখাব্যবস্থাপকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া জনতা ব্যাংক পিএলসির কোম্পানি সেক্রেটারি মোঃ আবদুল আলীম খান ও এমডি'স সেক্রেটারিয়েট-এর উপমহাব্যবস্থাপক এ.কে.এম মনির চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

অন্যান্য সংবাদ

ফরেন রেমিট্যান্স গ্রহীতাদের মাঝে র‌্যাফেল ড্র ও পুরস্কার বিতরণ

ভেড়ামারায় জনতা ব্যাংকের উদ্যোগে রমজান মাসব্যাপী বৈদেশিক রেমিট্যান্স গ্রহীতাদের মাঝে র‌্যাফেল ড্র ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। ১৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এরিয়া অফিস, কুষ্টিয়ার উপমহাব্যবস্থাপক ড. সাহা চঞ্চল কুমার। বৈদেশিক রেমিট্যান্স গ্রহীতাদের মাঝ থেকে র‌্যাফেল ড্র-এর মাধ্যমে সাধারণ ক্যাটাগরিতে ১০ জন, বিশেষ ক্যাটাগরিতে ৩ জন ও সকল গ্রহীতাদেরকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়।

সাতপাই শাখা, নেত্রকোণায় ঋণ আদায় মেলা

'খেলাপি ঋণ আদায় মাস' উপলক্ষ্যে জনতা ব্যাংক পিএলসি, সাতপাই শাখা কর্তৃক মেদনী ইউনিয়নের টেংগা বাজারে ঋণ আদায় মেলার আয়োজন করা হয়। ঋণ আদায় মেলায় জনতা ব্যাংক পিএলসি. এরিয়া অফিস, নেত্রকোণার সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ শাখাওয়াত হুসেন ছিদ্দিকীসহ শাখার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে জনতা ব্যাংক জাতীয়তাবাদী কর্মচারী ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহ্‌ফিল

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১ জুন ২০২৫ তারিখে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহ্‌ফিলের আয়োজন করে জনতা ব্যাংক পিএলসির জাতীয়তাবাদী কর্মচারী ইউনিয়ন। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ গোলাম মরতুজা, মোঃ ফয়েজ আলম ও মোঃ আশরাফুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। জনতা ব্যাংক জাতীয়তাবাদী কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ বাবুল শিকদার এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত দোয়া মাহ্‌ফিলে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

জনতা ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমানের মস্তফাপুর শাখা পরিদর্শন

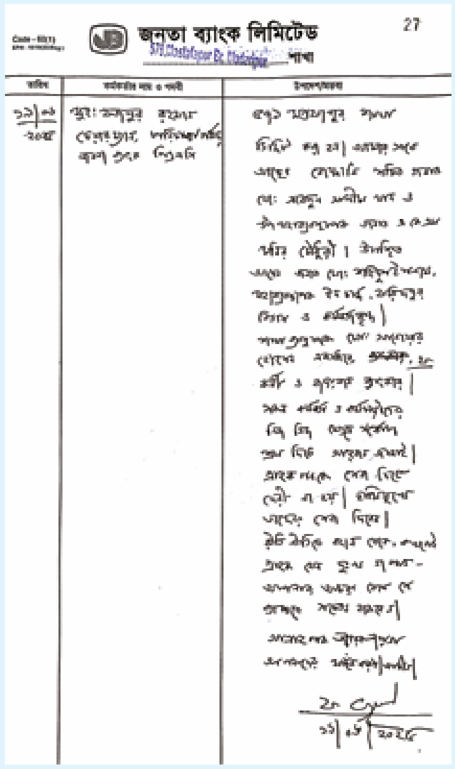

১৯ জুন ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান মাদারীপুর জেলায় অবস্থিত জনতা ব্যাংক পিএলসি, মস্তফাপুর শাখা পরিদর্শন করেন। সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন ব্যাংকের কোম্পানি সচিব মোঃ আবদুল আলীম খান ও ডিজিএম এ.কে.এম মনির চৌধুরী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়, ফরিদপুরের জিএম-ইনচার্জ মোঃ সহিদুল ইসলাম ও এরিয়া অফিস, মাদারীপুরের এরিয়াপ্রধান সাঈদুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। এ সময় মস্তাফাপুর শাখার পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমানকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

শাখার পরিদর্শন বইতে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান শাখার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শ্রম দেওয়ার আহবান জানান। তিনি ব্যাংকের রীতিনীতি মেনে গ্রাহকদেরকে হাসিমুখে সেবা দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং গ্রাহকগণ যেন দুঃখ না পায় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন থাকার পরামর্শ প্রদান করেন।

টাউন হল মোড় শাখা (পূর্ব নাম মহিলা শাখা) নতুন ভবনে উদ্বোধন

৪ জুন ২০২৫ তারিখে ময়মনসিংহ শহরে জনতা ব্যাংক পিএলসি, টাউন হল মোড় শাখার (পূর্ব নাম মহিলা শাখা) নতুন ভবনে স্থানান্তর উপলক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান। এরিয়া অফিস, ময়মনসিংহের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ জাহিদুল আলমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খালেক ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোস্তাফিজুর রহমান খান। এ সময় ব্যাংকের অন্যান্য নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীগণ উপস্থিত ছিলেন।

নিবন্ধ

খেলাপি ঋণ আদায় কেন জরুরি

কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ
উপমহাব্যবস্থাপক
রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

খেলাপি ঋণ ব্যাংকের তথা দেশের অর্থনীতির জন্য একটি বড় আর্থিক চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের মতো অস্থিতিশীল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশের অর্থনীতিতে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি আর্থিকখাতে ইতোমধ্যে বিভিন্ন সংকট সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মার্চ ২০২৫ এ খেলাপি ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ২০ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা, যা মোট বিতরণ করা ঋণের ২৪.১৩ শতাংশ। আগে এটি ১০ শতাংশের কাছাকাছি দেখানো হতো। এর মধ্যে ৩ লাখ ৪২ হাজার ৬৪ কোটি টাকা বা ৮১.৩৮ শতাংশ মন্দ ঋণ। সরকারি ব্যাংকগুলোতে এই মন্দ ঋণের হার ৯০ শতাংশ। রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহৎ ব্যাংক হিসেবে জনতা ব্যাংক পিএলসিও খেলাপি ঋণের বোঝা থেকে বের হতে হিমশিম খাচ্ছে। এ সংকট থেকে মুক্তির জন্য আমানত সংগ্রহের পাশাপাশি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ আদায় অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

খেলাপি ঋণ কী?

খেলাপি ঋণ হলো সেই ঋণ, যেখানে ঋণগ্রহীতা নির্ধারিত ৯০ দিন বা তার বেশি সময় ধরে সুদ বা আসল অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থাৎ, খেলাপি ঋণ (Non-Performing Loans বা NPL) বলতে সেই ঋণ বোঝানো হয়, যা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ করা হয়নি। এরই মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক খেলাপি ঋণের সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনেছে এবং এটি কার্যকর হয়েছে ২০২৫ সালের মার্চ থেকে। পূর্বে খেলাপি ঋণের সংজ্ঞায় কোনো ঋণ ছয় মাস অনাদায়ী থাকলে খেলাপি হয় (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদি ঋণ নয় মাস)। কিন্তু নতুন সংজ্ঞায় সব ধরনের ঋণে তিন মাস অনাদায়ী থাকলে খেলাপি বলে গণ্য হয়। ফলে দেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, সব ব্যাংককে খেলাপি ঋণের সুনির্দিষ্ট তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে পাঠাতে হয় এবং এর সঙ্গে আরও কিছু নির্দেশনা পরিপালন করতে হয়। যেমন- খেলাপির স্তরে প্রবেশ করলেই ওই ঋণের সুদ বা মুনাফা মূল আয়ে না নেওয়া, খেলাপির স্তরের ওপর ভিত্তি করে ব্যাংকের অন্য আয় থেকে নির্দিষ্ট অনুপাতে প্রভিশন রাখা ইত্যাদি। অর্থাৎ কোনো ঋণ খেলাপি হয়ে গেলে তা থেকে কোনো আয় ব্যাংক তো পাবেই না, উল্টো অন্য আয় থেকে একটি অংশ তার জন্য বরাদ্দ করে রাখতে হয়।

ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে ঋণ দেয়। এ টাকা কারও কাছে আটকে থাকলে নিশ্চিতভাবে ব্যাংকের আয় কমে যায়। ফলে আমানতের সুদ ও পরিচালন ব্যয়সহ অন্যান্য খরচের পরিমাণ নির্বাহ করা একটি ব্যাংকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। বর্তমানে এটি শুধু বাংলাদেশে নয়, পুরো বিশ্বজুড়েই একটি বড় আর্থিক সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে।

খেলাপি ঋণের প্রভাব

খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি পেলে তার প্রভাব পড়তে পারে দেশের ব্যাংকিং খাত, শেয়ার বাজার এবং DSE & CSE-listed Companies-এর ওপর। বাংলাদেশের শেয়ার বাজারের আর্থিক স্থিতিশীলতার ওপর খেলাপি ঋণ সরাসরি প্রভাব ফেলে। খেলাপি ঋণ বেড়ে গেলে ব্যাংকে তারল্য সংকট বিরাজ করে, গ্রাহকদের মাঝে আস্থার সংকট দেখা দেয় এবং ব্যাংকের সুনাম ক্ষুন্ন হয়। ব্যাংকের কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ চাকরি করতে গিয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। খেলাপি ঋণের প্রভাবে স্টক এক্সচেঞ্জের latest share prices-এর পতন ঘটে। Bangladesh financial market এবং Bangladesh stock market trends নেতিবাচক হয়ে পড়ে। ফলে বিনিয়োগকারীদের আস্থা হ্রাস পায়, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব বাড়ে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়।

খেলাপি ঋণের কারণসমূহ

খেলাপি ঋণের সমস্যা মূলত অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপ, দুর্নীতি এবং সঠিক ঋণ যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার অভাবের কারণে ঘটে। তা ছাড়া, আইনি জটিলতাসহ ঋণ আদায়ে সঠিক কৌশল প্রয়োগ না করাসহ বিভিন্ন কারণ রয়েছে। সংক্ষেপে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ উপস্থাপন করা হলো।

অদক্ষ ঋণ ব্যবস্থাপনা: ঋণ বিতরণের সময় ভালো ও সক্ষম গ্রাহক বাছাই না করা, নীতিমালা না মেনে ঋণ দেওয়া, ডকুমেন্টসের সঠিকতা যাচাইকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা অদক্ষ ঋণ ব্যবস্থাপনার ফল। একই প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন নামে ঋণ দেওয়া, উপযুক্ত জামানত না রেখে ঋণ দেওয়া অথবা ভুয়া জামানত রেখে ঋণ দেওয়া ইত্যাদি কারণে ঋণ আদায় কঠিন হয়ে পড়ে। ছোট ছোট এসএমই ঋণ বিতরণ না করে একবারে বড় ঋণ দেওয়াও অদক্ষ ঋণ ব্যবস্থাপনার পরিচয় বহন করে।

দুর্নীতি: ঋণ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি বা স্বজনপ্রীতি একটি বড় কারণ। কিছু কিছু অসাধু ব্যাংক কর্মকর্তা দুর্নীতির মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে গ্রাহককে ঋণ পরিশোধে নিরুৎসাহিত করে।

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ: বিগত সরকারের আমলে দেখা যায়, রাজনৈতিক বিবেচনায় কিছু বিশিষ্ট গ্রাহককে এক বা একাধিক নামে ব্যাংকের প্রায় অর্ধেকের বেশি ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ক্ষমতার পালাবদলে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভাব পড়ে এবং ঋণ আদায়ে জটিল সংকট তৈরি হয়। এর বড় উদাহরণ, জনতা ব্যাংকের ঋণ গ্রহণকারী কয়েকটি বড় গ্রুপ বেক্সিমকো, এস. আলম, এননটেক্স, ওরিয়ন, সিকদার, ক্রিসেন্টসহ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রায় ৬৯ হাজার কোটি টাকার ঋণ অনাদায়ী ছিল (বিডি-প্রতিদিন) যার পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর ফলে জনতা ব্যাংক সমস্যায় পতিত হয়, যদিও বর্তমান ম্যানেজমেন্ট ধীরে ধীরে এ সংকটকে কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে।

আইনি জটিলতা: প্রথম আলোয় প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, ২০২৪ সালের মার্চ শেষে অর্থ ঋণ আদালতে দেশের ৬০টি ব্যাংকের মোট মামলার সংখ্যা ২ লাখ ৭ হাজার ৭৯৩। প্রায় ২ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা আদায় করার জন্য ব্যাংকগুলো এসব মামলা করেছে। প্রতি কার্যদিবসে যদি ২০টি মামলাও

নিষ্পত্তি হয়, তাহলে শেষ হতে সময় লাগবে ৩৪ বছরের বেশি। কিছু ঋণ নেওয়ার সময় গ্রাহক যে চেক দেয়, তার মাধ্যমে এনআই অ্যাক্টের অধীন মামলা করা হয়। কোনো এক সময় এ মামলায় ঋণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমা দেওয়া ছাড়া বিবাদী জামিন পেত না। কিন্তু বর্তমানে প্রায় ক্ষেত্রেই টাকা জমা ছাড়াই জামিন পেয়ে যায়।

অর্থঋণ আদালত আইনের আওতায় মামলার প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাংক জামানত বা বন্ধককৃত সম্পত্তি নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করে ঋণ আদায়ের চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বিষয় হলো, ব্যাংক যখন জামানত বিক্রি করার জন্য নিলাম ডাকে, খেলাপি গ্রাহক তখন আদালতে যায় এবং নিলাম কার্যক্রমের ওপর স্থগিতাদেশ নিয়ে আসে। ব্যাংক তখন স্থগিতাদেশ বাতিলের চেষ্টা করে। এভাবে বছর কেটে যায়।

অর্থনৈতিক সংকট: অর্থনৈতিক মন্দার সময় DSE market overview এবং Bangladesh stock market index-এর পতন ঘটতে পারে। ফলে অনেক গ্রাহক ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

খেলাপি ঋণ আদায়ে করণীয়

কোনো ব্যাংক যখন খেলাপি ঋণের কারণে বিপদগ্রস্থ হয়, তখন আমানত সংগ্রহের পাশাপাশি খেলাপি ঋণ আদায় অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংকের নির্বাহী-কর্মকর্তাগণ সরাসরি গ্রাহকের সাথে বৈঠকে বসে কীভাবে ঋণ পরিশোধ করা যায় তা নিয়ে পরামর্শ করবে। তা না হলে আইনগত ব্যবস্থা নিতে ব্যাংক বাধ্য হবে। প্রয়োজনে সরকার নতুন আইন প্রণয়ন করবে। কিছু নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করে, কিছু ক্ষেত্রে কঠোর হয়ে ও কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখিয়ে ব্যাংক এ সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ বেছে নিতে পারে।

প্রথমত, ভালো গ্রাহকদের বাছাই করে ঋণ বিতরণ এবং বড় ঋণ না দিয়ে ছোট ছোট ব্যবসায়িক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনতে হবে। গ্রাহকদের বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান ও সঞ্চয়ের মনোভাব তৈরি করার পাশাপাশি নিয়মিত ঋণ পরিশোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। উচ্চ সুদের আমানত সংগ্রহের চেয়ে খেলাপি ঋণ আদায়ে ব্যাংকারদের জোর দিতে হবে। কারণ, আমানতের বিপরীতে ব্যাংককে উচ্চ হারে সুদ পরিশোধ করতে হবে। ফলে ব্যাংক সবসময় লাভের বদলে ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খেলাপি হয়ে গেলে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। প্রয়োজনে খেলাপি ঋণ গ্রহীতাকে গ্রেফতার করার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে সম্মানহানির ভয়ে দ্রুত ঋণ পরিশোধ করবে। নিয়ম করতে হবে খেলাপি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ব্যাংকে নতুন হিসাব খুলতে পারবে না।

তৃতীয়ত, এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে, যেন খেলাপি গ্রাহক আইনি সহায়তার নামে বছরের পর বছর ব্যাংকের টাকা ফেরত না দিয়ে আরাম আয়েশে দিন কাটিয়ে দিতে না পারে। যেহেতু মামলার সংখ্যা অনেক বেশি এবং খেলাপি গ্রাহক জেনেবুঝেই দীর্ঘসূত্রতার পথ বেছে নেয়, তাই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। যেমন, আগামী পাঁচ বছর সব ধরনের এনআই অ্যাক্ট বা অর্থঋণের মামলার ক্ষেত্রে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিবাদী কোনো জামিন পাবে না, কোনো স্থগিতাদেশ পাবে না। তাহলে ব্যাংকের পাশাপাশি বিবাদীও চাইবে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে।

চতুর্থত, সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতারা ঋণের বিপরীতে যে সম্পদ বন্ধক দেয়, তা অতিমূল্যায়ন করে দেখানো হয়। কাজেই বন্ধকী সম্পদ বিক্রি করে পুরো ঋণের অর্থ আদায় করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে অন্যান্য দেশি-বিদেশি স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে তা বিক্রি করার উদ্যোগ নিতে হবে। আইনে সেটা সম্ভব না হলে আইন পরিবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে। খেলাপি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে, পরিবারের সদস্যদের নামে যেসব স্থায়ী সম্পদ আছে যেমন- জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট, বাণিজ্যিক স্পেস ইত্যাদি এবং চলমান সম্পদ যেমন- বাস, ট্রাক, জাহাজ ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। তবে, এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে খেলাপি ঋণগ্রহীতার নামে চালু বা লাভজনক কোনো ফ্যাক্টরি বা কারখানা বন্ধ করা যাবে না।

পঞ্চমত, ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের সামাজিকভাবে বর্জন করতে হবে। কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তাদের আমন্ত্রণ জানানো যাবে না। খেলাপি ব্যক্তি এবং তার পরিবারের সদস্যদের পাসপোর্ট জব্দ করে বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। খেলাপি ঋণ গ্রাহক এবং তার পরিবার যেন নতুন কোনো সম্পদ আহরণ করতে না পারে সে জন্য ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

ষষ্ঠত, সিন্ডিকেট ঋণ দেওয়ার মতো করে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সিন্ডিকেট করে ব্যাংকগুলোকে খেলাপি ঋণ আদায়ে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা ও গাইডলাইনস অনুসরণ করে ঋণের বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী ঋণ খেলাপির তথ্যের সঠিক রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে যাতে সময় থাকতে খেলাপি ঋণ আদায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

তা ছাড়া, খেলাপি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারের সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। এক্ষেত্রে সরকারকে কঠোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। সরকার আন্তরিক হলে খেলাপি ঋণ সমস্যা সমাধান খুব কঠিন হবে না। যেহেতু বর্তমানে খেলাপি ঋণ অত্যধিক বেড়ে গেছে তাই কিছু সময়ব্যাপী খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য বিশেষ কোর্ট পরিচালনা করা যেতে পারে। দেশের অর্থনীতির প্রয়োজনে এখনই এটি করা দরকার।

খেলাপি ঋণকে ক্যান্সারের সাথে তুলনা করা হয়। যত দ্রুত সম্ভব এর বিস্তার রোধ করতে না পারলে এ সমস্যা দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। দেশের ব্যাংকিং খাতের এ সংকট মোকাবিলায় সঠিক ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে খেলাপি ঋণের এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তা ছাড়া, সরকারের সদিচ্ছা থাকতে হবে যেন রাজনৈতিক বিবেচনায় কোনো ঋণ প্রদানের সুপারিশ করা না হয়। কারণ, যেকোনো দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো ব্যাংক বা আর্থিক খাত। এ খাতের সুস্থ বিকাশ অর্থনীতির জন্য সুফল বয়ে আনে। তাই ব্যাংকগুলোকে খেলাপি ঋণ আদায়ে জরুরি ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেশের অর্থনীতির অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

লেখা আহ্বান

জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিনে প্রকাশের লক্ষ্যে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, বিভাগীয় কার্যালয়, এরিয়া অফিস এবং শাখা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ, জাতীয় দিবস পালন, শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন, ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যক্তিগত বিশেষ অবদান, নিজের বা সন্তানদের কৃতিত্ব, ব্যাংকে চাকরিজীবীদের মৃত্যু সংবাদ, ব্যাংক বিষয়ক সংক্ষিপ্ত রচনা ইত্যাদি ছবিসহ rps@janatabank-bd.com *এই ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।*

জনতা ব্যাংকের ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা

বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণ

১৪ মে ২০২৫ তারিখে বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণের সভাকক্ষে আওতাধীন এরিয়া অফিস এবং কর্পোরেটসহ সকল শাখাপ্রধানগণের অংশগ্রহণে এক ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণের জিএম মিজানুর রহমান। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়ের ডিজিএম মোঃ আব্দুস সোবহান, সাবিহা ইয়াসমিন, মুর্শেদা খানম, এজিএম মু শামসুল আরেফীন ও বকুল রানী মিত্র। পর্যালোচনা সভায় বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন, আমানত সংগ্রহ ও রিকভারি কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতভাগ ঋণ বিতরণ নিশ্চিতকরণ, লোকসানী শাখাসমূহকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীতকরণের কর্মপন্থা নির্ধারণ, শ্রেণিকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণসমূহ হতে আদায় ও অন্যান্য ব্যবসায়িক সূচকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর

১৭ জুন ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসি, বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুরের আয়োজনে এবং মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল বারেক চৌধুরীর সভাপতিত্বে ব্যবসায়িক অগ্রগতি বিষয়ক ভার্চুয়াল পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রংপুর বিভাগের আওতাধীন সকল এরিয়াপ্রধান ও শাখাপ্রধানসহ অন্যান্য নির্বাহী এবং কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এরিয়া অফিস, কুড়িগ্রাম

১৯ মে ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসি, এরিয়া অফিস, কুড়িগ্রামে ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা মে-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুরের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল বারেক চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মঞ্জুরুল আলম, উপমহাব্যবস্থাপক, জনতা ব্যাংক পিএলসি, বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর এবং এরিয়াপ্রধান মোঃ শামীম আহমেদ ও ডিজিএম-ইনচার্জ জ্যোতিশ রায়সহ এরিয়ার আওতাধীন ১৫টি শাখার প্রধানগণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে শাখার বিভিন্ন সূচক যেমন- আমানত সংগ্রহ, ঋণ ও অগ্রিম বৃদ্ধি, শ্রেণিকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায় জোরদারকরণ এবং সাস্ত্রি ডিপোজিট, আর্মি পেনশন, ব্যাংক পেনশন ও অন্যান্য বিল দ্রুত সমন্বয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

জনতা ব্যাংকের ব্যবসায়িক মতবিনিময় সভা

বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ

২৭ জুন ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসি, বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ কর্তৃক ঋণ আদায় ও বিতরণ সংক্রান্ত এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খালেক। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহের আওতাধীন বিভিন্ন এরিয়ার নির্বাহীবৃন্দ এবং বিভিন্ন শাখাব্যবস্থাপকবৃন্দ।

বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী

২৪ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসি. বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী আয়োজিত এর আওতাধীন এরিয়াপ্রধান এবং সকল কর্পোরেটসহ শাখাপ্রধানদের সাথে ব্যবসায়িক পর্যালোচনা, ১০০ দিনের কর্মসূচির অগ্রগতি, খেলাপি ঋণ আদায় এবং বিভিন্ন এরিয়া হতে আগত ঋণ গ্রহীতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক পিএলসির সম্মানিত ডিএমডি মোঃ আশরাফুল আলম এবং সভাপতিত্ব করেন জিএম-ইনচার্জ মোঃ জাহাংগীর হোসেন জোয়ার্দার।

আমানত সংগ্রহ ও ঋণ আদায়ের বিশেষ কর্মসূচি-২০২৫

জনতা ব্যাংক পিএলসি, পলাশবাড়ী শাখা, গাইবান্ধা

জনতা ব্যাংক পিএলসি, জলঢাকা শাখা, নীলফামারী

নিবন্ধ

অর্থ তুমি লোহার সিন্দুকে বন্দি

মোঃ জাহিদুল আলম
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
ডাটা সেন্টার অ্যান্ড নেটওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

মানব সভ্যতার ইতিহাস যতটা নানাবিধ পরিবর্তনের, তার চেয়েও বেশি তা হলো প্রয়োজন, নিরাপত্তা আর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের দলিল। এই অনিশ্চয়তা থেকেই মানুষ অনুভব করেছে সম্পদ সঞ্চয়ের প্রয়োজন। সেই প্রাচীনকাল থেকে আজকের আধুনিক যুগ পর্যন্ত অর্থের যে দীর্ঘ পথচলা, তার পেছনে রয়েছে একটিই চেতনাবোধ- অর্থকে নিরাপদে রাখা।

তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সময় যতই এগিয়ে যাক না কেন, অর্থের সাথে 'লোহার সিন্দুক'-এর সম্পর্ক এক বিস্ময় হয়ে রয়ে গেছে। শুধু রূপ বদলেছে, কিন্তু মূল চিন্তাটি একই থেকে গেছে– অর্থকে কোথাও 'বন্দি' করে রাখা দরকার। অর্থ মানেই যেন ভেতরে লুকানো কোনো সম্ভাবনা, যেটাকে চারপাশের বাস্তবতা থেকে আলাদা করে রাখতেই হয়।

প্রাচীনকাল: ধনভান্ডার ও লোহার সিন্দুক

মানুষ যখন গুহায় বাস করতো, তখনও তারা গাছের গুঁড়ির ফাঁকে বা মাটির নিচে কিছু ফলমূল কিংবা অস্ত্র লুকিয়ে রাখতো। সময় গড়িয়েছে। কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছে। আর্থিক লেনদেনের ধারণা তৈরি হয়েছে। ধাতব মুদ্রা এসেছে। তখন ধন-সম্পদ বলতে বোঝাতো সোনা, রূপা, মণি-মাণিক্য বা কষ্টার্জিত কয়েন। এসব রাখা হতো লোহার বা পিতলের তৈরি বিশেষ সিন্দুকে, যা শক্ত, টেকসই এবং বহনযোগ্য।

লোকেরা সিন্দুক লুকিয়ে রাখতো ঘরের গোপন কোণে, কখনওবা মাটির নিচে। মধ্যযুগের কিছু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, যুদ্ধের সময় পরিবারের নারী সদস্যরা সিন্দুকসহ ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র কূপে ফেলে দিতো, যাতে শত্রুর হাতে না পড়ে। লোহার সিন্দুক ছিল এক অর্থে জীবনের নিরাপত্তার প্রতীক, আত্মবিশ্বাসের এক অনিবার্য উপকরণ।

আধুনিক অর্থব্যবস্থার উন্মেষ: ব্যাংক ও কাগুজে মুদ্রা

১৮শ ও ১৯শ শতকের দিকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। মানুষ বুঝতে শুরু করে, অর্থ শুধু সিন্দুকে রাখলে চলে না; বরং তা বিনিয়োগ, সুদ, লেনদেনের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহারযোগ্য। তবে এখানেও 'সিন্দুক'-এর চিন্তা থেকে মানুষ পুরোপুরি বের হতে পারেনি। ব্যাংকের কক্ষগুলোর পেছনে থাকা লোহার তৈরি ভল্ট, তালাবদ্ধ সুরক্ষিত কক্ষ সবই ছিলো সেই পুরনো 'লোহার সিন্দুক'-এরই নতুন সংস্করণ।

লোকেরা তাদের টাকা জমা রাখতো ব্যাংকে। বিনিময়ে পেতো একটি খাতা, যেখানে লেনদেনের হিসাব লেখা থাকতো। অর্থের রূপ কাগুজে হলেও, নিরাপত্তা আর সঞ্চয়ের বোধ তখনও ছিলো 'লোহার দেয়ালে বন্দি'।

ডিজিটাল যুগ: সার্ভার, পাসওয়ার্ড আর ক্লাউডের খাঁচা

২১শ শতকে এসে অর্থের রূপ এক অভাবনীয় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে। কাগজের টাকা এখন প্রয়োজন অনুযায়ী মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে ওঠে। মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন ওয়ালেট, ডিজিটাল ট্রান্সফার, ক্রিপ্টোকারেন্সি সবই এখন অর্থ ব্যবস্থার চিত্রপট পাল্টে দিয়েছে। অথচ লক্ষ করলে দেখা যাবে, অর্থ আজও বন্দি শুধু এবার লোহার তৈরি সার্ভারের ভেতরে, ভার্চুয়াল নিরাপত্তার প্রাচীরে, এনক্রিপশন ও পাসওয়ার্ডের ছত্রছায়ায়।

আগে মানুষ সিন্দুকের চাবি লুকিয়ে রাখতো, আজ লুকিয়ে রাখে পিন, পাসওয়ার্ড, ফিঙ্গারপ্রিন্ট। আগে রাতভর চিন্তা হতো চোর এসে সিন্দুক ভেঙে নিয়ে যাবে না তো? এখন ভাবি হ্যাকার ঢুকে গেল না তো? ডিজিটাল ওয়ালেট বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হলে হাজার হাজার টাকা উধাও হয়ে যেতে পারে এক নিমিষেই।

মানসিকতার বিবর্তন: ভয়ের নতুন রূপ

প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে আমাদের সঞ্চয়ের পদ্ধতি বদলেছে, কিন্তু অর্থ নিয়ে ভয়, উদ্বেগ ও সুরক্ষা চেতনা এক বিন্দুও বদলায়নি। বরং বলা যায়, এখন সেই ভয় আরও বেশি অদৃশ্য, আরও বেশি সূক্ষ্ম। আগের যুগে চোর দৃশ্যমান ছিলো, এখনকার হ্যাকার অদৃশ্য ও বেপরোয়া।

তখন মানুষ অর্থ রক্ষা করতে দরজায় তালা দিতো, এখন দিতে হয় ফায়ারওয়াল। তখন সিন্দুকের ধাতব শব্দে ভরসা ছিলো, এখন 'ডুয়েল ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন' দেখেই শান্তি পাই। অর্থ যেন এখন এক 'কোডবদ্ধ লোহার খাঁচায়' বসবাস করছে, যেখানে প্রবেশাধিকার শুধু নির্দিষ্ট ডিজিটাল পরিচয়ের মাধ্যমেই সম্ভব।

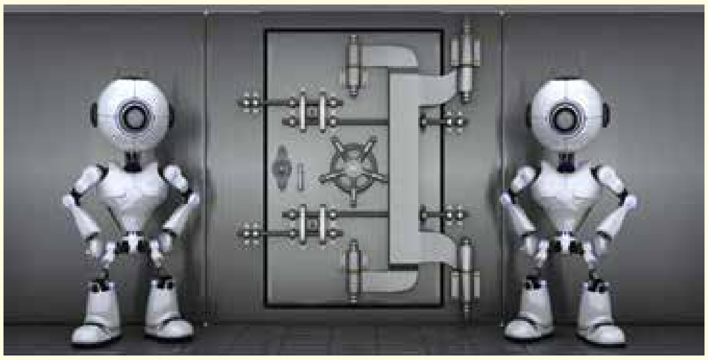

অর্থের বন্দিত্ব: প্রয়োজন না কি মানসিক অভ্যাস?

এখানে একটি গভীর দার্শনিক প্রশ্ন উঠে আসে, নিরাপত্তার জন্য আমরা কি সত্যিই অর্থকে বন্দি করে রেখেছি, নাকি এটা আমাদের মানসিক অভ্যাস হয়ে গেছে? অর্থ কি সত্যিই আমাদের জীবনের মূল চালিকা শক্তি, নাকি এই সঞ্চয়ের চিন্তাই আমাদের নিরাপত্তাহীনতার প্রতিফলন?

লোহার সিন্দুক আসলে কি শুধু নিরাপত্তার প্রতীক, নাকি একটি মানসিক শান্তির আশ্রয়? আমরা হয়তো বিশ্বাস করতে শিখেছি অর্থ যেখানে আছে, সেখানেই শান্তি, স্থায়িত্ব, ভবিষ্যৎ। তাই তাকে সবসময় কোথাও আটকে রাখতে চাই, বেঁধে রাখতে চাই সিন্দুকে, ভল্টে, সার্ভারে কিংবা ক্লাউডে।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ: অর্থের নতুন সিন্দুক

আমরা হয়তো আগামী দিনে ব্লকচেইন প্রযুক্তি, কোয়ান্টাম এনক্রিপশন, কিংবা বায়োমেট্রিক ওয়ালেটেও অর্থ জমা রাখবো। কিন্তু, চিন্তা করলে দেখা যাবে এইসবই একেকটা নতুন প্রজন্মের 'সিন্দুক'। লোহা বদলে যাবে অন্য ধাতুতে, হয়তো একদিন পুরোপুরি ভার্চুয়াল সত্তায়। তবে অর্থ বন্দি থাকবে সুরক্ষা, নিয়ন্ত্রণ এবং মানসিক শান্তির আশায়।

সত্যিই, অর্থের এই দীর্ঘ পথচলায় আমরা কেবল রূপ বদলাতে পেরেছি, কিন্তু মূল মনোভাব বদলাতে পারিনি। অর্থকে আমরা এখনও বন্দি করে রাখি সিন্দুকে, সার্ভারে, স্মৃতিতে। তাই ভাবলে অবাক হতে হয়, অর্থ তুমি লোহার সিন্দুকেই বন্দি, কেবল সেই পূর্বের সিন্দুকের রূপটাই বদলে গেছে। এখন সেটা মাটির তলায় নয়, বরং ক্লাউডের অদৃশ্য খাঁচায়, লোহার সার্ভারে, কংক্রিট ডেটা সেন্টারে, কিংবা ব্যক্তিগত পাসওয়ার্ডের অন্ধকারে।

ইনোভেশন প্রদর্শনী ও শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন ২০২৪-২৫

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫ মোতাবেক জনতা ব্যাংকের আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ১৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক ইনোভেশন কমিটির উদ্যোগে প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডরুমে 'ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) ও শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন' বিষয়ক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও চিফ ইনোভেশন অফিসার এবং জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক মোঃ আহসান কবীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব এবং ইনোভেশন কমিটির সদস্য-সচিব ফরিদা ইয়াসমিন। জনতা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমানের সভাপতিত্বে পরিচালিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএমডি মোঃ গোলাম মরতুজা, মোঃ নজরুল ইসলাম ও মোঃ আশরাফুল আলম। প্রধান কার্যালয়ের আইটি ডিভিশনের জিএম ও জনতা ব্যাংকের চিফ ইনোভেশন অফিসার মোহাম্মদ আনিসের সঞ্চালনায় বিভিন্ন ডিভিশনের মহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট নির্বাহী-কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শোকেসিং অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের সামনে বড় পর্দায় জনতা ব্যাংকের ৫টি ইনোভেটিভ আইডিয়া প্রদর্শিত হয় এবং এর মধ্যে 'ই-অডিট' আইডিয়াকে শ্রেষ্ঠ আইডিয়া হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। উল্লেখ্য, প্রধান কার্যালয়ের রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে জনতা ব্যাংক ইনোভেশন কমিটি 'ইনোভেশন শোকেসিং ও শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন' অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে।

নিবন্ধ

রিলেশনশিপ স্কোর ব্যাংকিং সময়ের দাবি

মোঃ মহসিন মোল্যা
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
বিভাগীয় কার্যালয়
ঢাকা-উত্তর, ঢাকা

একটি ব্যাংক শাখার কোনো গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহক হঠাৎ কেন লেনদেন বন্ধ করে দেয়? অথবা, কেন অন্য ব্যাংকে চলে যায়? কেন শুধু Financial Product অফার করেই শাখা গ্রাহক ধরে রাখতে পারে না? এর আসল কারণ অনেক হলেও, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে শাখাকে গ্রাহকদের সঙ্গে আরও নিবিড় ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করে নিতে হয়। ঠিক এই ক্ষেত্রে Relationship Score Banking শাখার জন্য একটি অত্যন্ত কার্যকর টুল হিসেবে কাজ করতে পারে।

Relationship Score Banking কী?

Relationship Score Banking হলো ব্যাংক গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা গ্রহণে সম্পৃক্ততার মাত্রা ও গুণগত মান পরিমাপ করার তথ্যভিত্তিক পদ্ধতি। এটি প্রতিটি গ্রাহকের সম্পৃক্ততার মাত্রা ও গুণগত মান পরিমাপ করার মাধ্যমে গ্রাহকের চাহিদা আগেভাগেই বুঝতে, আচরণের পূর্বাভাস দিতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত যোগাযোগ চালিয়ে যেতে ব্যাংকারকে সক্ষম করে তোলে। এর মাধ্যমে গ্রাহকের সামগ্রিক 'ব্যাংকিং স্বাস্থ্য' মূল্যায়ণ করে শাখার ম্যানেজমেন্ট লাভজনক ক্রস-সেল ও আপ-সেল সুযোগ খুঁজে পায় এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে গ্রাহক হারানো প্রতিরোধে কাজ করতে পারে।

কেন শাখার জন্য জরুরি?

বর্তমানে দেশের ব্যাংক খাত কঠোর প্রতিযোগিতার মুখোমুখি। ভালো গ্রাহক ধরে রাখতে এবং শাখার ব্যবসা বাড়াতে এই Scoring শাখাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে পারে। মোবাইল ব্যাংকিং, ডিজিটাল ওয়ালেট, ই-স্টেটমেন্ট ব্যবহার ও অ্যাপ লগইনের মতো ডিজিটাল আচরণ পর্যবেক্ষণ করে Relationship Score তৈরি করলে শাখা আরও কার্যকর গ্রাহক পরিষেবা দিতে পারে। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের Financial Inclusion-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রাহক-কেন্দ্রিক ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করতে পারে।

প্রধান উপাদানসমূহ

Relationship Scoring মডেলে যে মেট্রিক্সগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো হলো- ১. ব্যাংকে গ্রাহকের নামে বিভিন্ন প্রোডাক্টের সংখ্যা ও ধরন; ২. মাসিক লেনদেনের পরিমাণ ও বিভিন্ন চ্যানেলে লেনদেনের তথ্য; ৩.গড় জমা ব্যালেন্স এবং তার বৃদ্ধির গতি; ৪. ঋণ গ্রহণ ও সময়মতো পরিশোধের হার; ৫. মোবাইল অ্যাপ লগইন, ই-স্টেটমেন্ট সাইন আপ, এসএমএস সাবস্ক্রিপশন; ৬. অভিযোগ, সার্ভে রেটিং, গ্রাহক প্রতিক্রিয়া; ৭. গ্রাহকের সেগমেন্ট, সম্পর্কের সময়কাল, অবস্থান।

প্রতিটি মেট্রিক্সের মান ০ থেকে ১০০ স্কেলে রূপান্তর করে Weight প্রদান করে একটি সামগ্রিক Relationship Score নির্ণয় করা হয়, যা শাখার গ্রাহক ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত সহায়ক। দৈনিক বা সাপ্তাহিক ব্যাচ প্রসেসের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পোজিট স্কোর নির্ণয় করে সেই অনুসারে প্লাটিনাম (৮০০-১০০০), গোল্ড (৬০০-৭৯৯), সিলভার (৪০০-৫৯৯) ও ব্রোঞ্জ (৪০০ এর নীচে) বিভাগে শ্রেণিকরণ করা হয়।

প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম

শাখা পর্যায়ে Relationship Score তৈরির জন্য সাধারণত ডেটা ওয়্যারহাউস এবং BI টুল যেমন, মাইক্রোসফটের Power BI বা Tableau ব্যবহার করে ডেটা বিশ্লেষণ ও ভিজ্যুয়ালাইজ করা যেতে পারে। তবে ছোট বা সীমিত প্রযুক্তিগত সুবিধাসম্পন্ন শাখাগুলো Microsoft Excel বা Google Sheets -এর মাধ্যমে সহজেই Relationship Score তৈরি করতে পারে । শাখা নিয়মিত প্রয়োজনীয় ডেটা যেমন- লেনদেন সংখ্যা, জমা ব্যালেন্স, ডিজিটাল লগইন ইত্যাদি সংগ্রহ করে সেগুলো Excel-এ ইনপুট দিতে পারে। এতে শাখার কর্মীরা সহজেই গ্রাহকের Relationship Score পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

শাখায় Relationship Score-এর ব্যবহার

শাখা নিয়মিত Relationship Score বিশ্লেষণ করে উচ্চ স্কোরধারী গ্রাহকদের জন্য প্রিমিয়াম সেবা, যেমন ক্রেডিট কার্ড আপগ্রেড, সম্পদ ব্যবস্থাপনা সেবা বা প্রাধান্যপ্রাপ্ত সুদের হার অফার করতে পারে। মধ্যম স্কোরের গ্রাহকদের জন্য সময়োপযোগী ক্রস-সেল প্রস্তাবনা, যেমন ফিক্সড ডিপোজিট বা ঋণ প্রোডাক্ট নিতে উৎসাহিত করতে পারে, যা ব্যাংকের আয়ের উৎস বাড়াবে। যে সকল গ্রাহকের Relationship Score নিম্নগামী, তাদের শনাক্ত করে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা যেতে পারে। সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।

Relationship Score Banking বাংলাদেশে প্রোডাক্ট-কেন্দ্রিক ব্যাংকিং থেকে গ্রাহক-কেন্দ্রিক ব্যাংকিংয়ে পরিবর্তনের দিকে ধাবিত করে। গ্রাহকের বহুমুখী সম্পৃক্ততা পরিমাপের মাধ্যমে ব্যাংক তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিয়ে লাভজনক সম্পর্ককে গভীর করতে, গ্রাহক হ্রাস প্রতিরোধ করতে এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করে তুলতে পারে। যদিও এটি বাস্তবায়নে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তবে উন্নত গ্রাহক আস্থা, ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি এবং অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা এই পদ্ধতিকে অপরিহার্য করে তুলেছে। ভবিষ্যতে দূরদর্শী ব্যাংকগুলোর জন্য Relationship Score Banking কেবল একটি টুল নয়, একটি স্ট্র্যাটেজিক প্রয়োজন।

মেধাবী মুখ

এসএসসি ২০২৫-এ সকল বিষয়ে জিপিএ-৫ পেল যারা

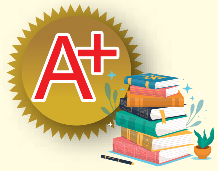

তথ্যাদি	ছবি
নাম - নাহিয়ান জাইমা মাতা - ফারজানা খালেক, জিএম বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ পিতা - ডাঃ মোঃ ফজলুল হক স্কুল/কলেজ - পুলিশ লাইনস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল	
নাম - এ. কে. এম. আবীর আমান পিতা - মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ডিজিএম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ডিপার্টমেন্ট, প্রঃ কাঃ, ঢাকা মাতা - রেহেনা পারভীন স্কুল/কলেজ - মতিঝিল গভঃ বয়েজ হাই স্কুল, ঢাকা	
নাম - সাদিয়া মুনিয়াত দিয়া পিতা - মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, ডিজিএম, ফরেন এক্সচেঞ্জ অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট, প্রঃ কাঃ, ঢাকা মাতা - জেনিভা রহমান স্কুল/কলেজ - হলিক্রস কলেজ, ঢাকা	
নাম - মাহ জাবীন ইভা পিতা - মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম, এজিএম এম আই এস ডিপার্টমেন্ট, প্রঃ কাঃ, ঢাকা মাতা - জেবুন নাহার স্কুল/কলেজ - বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল হাই স্কুল, ঢাকা	
নাম - নামিরা মোস্তফা পিতা - মোঃ গোলাম মোস্তফা, এজিএম এরিয়া অফিস, ঢাকা-উত্তর মাতা - সামছ-ই-জাহান স্কুল/কলেজ - আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - উমা চক্রবর্ত্তী মাতা - রত্না রানী চক্রবর্ত্তী, এজিএম এম. কে. রোড কর্পোরেট শাখা, যশোর পিতা - বিপ্লব কুমার চক্রবর্ত্তী স্কুল/কলেজ - যশোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা	
নাম - সুলতানা ফারাহ জাহান পিতা - ড. মোঃ সরোয়ার জাহান, এজিএম জেনারেল ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট, প্রঃ কাঃ, ঢাকা মাতা - সুলতানা সামিয়া আক্তার স্কুল/কলেজ - মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা	
নাম - প্রত্যাশা দাশ অন্তি মাতা - স্নিগ্ধা দাস, এজিএম বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা পিতা - প্রদীপ কুমার দাশ স্কুল/কলেজ - খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুল, ঢাকা	
নাম - তালিহা আমিন পিতা - মোঃ আমিনুল ইসলাম, এজিএম (পিআরএল) আইটি প্রকিউরমেন্ট, সিকিউরিটি কপ্লায়েন্স অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, প্রঃ কাঃ, ঢাকা মাতা - আকলিমা খাতুন স্কুল/কলেজ - জুরাইন শেখ কামাল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা	

তথ্যাদি	ছবি
নাম - সুহাইলা সিদ্দিকা পিতা - মহিউদ্দিন মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব, ডিজিএম বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লা মাতা - ডাঃ নুসরাত সুলতানা স্কুল/কলেজ - ভিকারুন্নিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - নীল রাইয়ান পিতা - খলিলুর রহমান, ডিজিএম পিআরডি, প্রঃ কাঃ, ঢাকা মাতা - তাছমিয়াতুন নাহার শরীফ স্কুল/কলেজ - মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - নিশাত তাসনিম দিপিকা পিতা - মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, এজিএম এরিয়া অফিস, যশোর মাতা - মোছাঃ শাদীয়া শারমিন স্কুল/কলেজ - যশোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর	
নাম - রাফসান রাজ পিতা - মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, এজিএম রিটেইল কস্টমার ডিপার্টমেন্ট-১, প্রঃ কা, ঢাকা মাতা - উম্মে সামিরা কবীর স্কুল/কলেজ - যশোর জেলা স্কুল, যশোর	
নাম - ইউশা আনোয়ার পিতা - আবু মোহাম্মদ তানভীর আনোয়ার, এজিএম ডি. এম. সি. এইচ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা মাতা - রাফিজা আলম স্কুল/কলেজ - মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - মোঃ সাদমান মুহিব পিতা - মোঃ মোস্তাফা কামাল, এজিএম, অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট-জেনারেল, প্রঃ কাঃ, ঢাকা মাতা - মোছাঃ শাহানা আরিফা খানম স্কুল/কলেজ - মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা	
নাম - হিশাম আল-দ্বীন হিমেল পিতা - মোঃ জার্জিজ আহম্মেদ, এজিএম এস্টেট ডিপার্টমেন্ট, প্রঃ কাঃ, ঢাকা মাতা - আশরাফুন নাহার সাথী স্কুল/কলেজ - উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা	
নাম - ফাহমিদা ফাইজা সিলভী পিতা - এস. এম. এ সোবাহান, এজিএম এরিয়া অফিস, বাগেরহাট মাতা - আসমা হক আইরিন স্কুল/কলেজ - নেভী এ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, খুলনা	
নাম - ফাতিমা জোহরা মাতা - পারভীন সুলতানা, এজিএম এরিয়া অফিস, খুলনা পিতা - মোঃ আব্দুর রশিদ স্কুল/কলেজ - খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুল, খুলনা	

তথ্যাদি	ছবি
নাম - সৌমিত্র সিনহা পিতা - সুশান্ত সিংহ, এজিএম ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্পোরেট শাখা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাতা - বিউটি সরকার স্কুল/কলেজ - রানী বিলাসমনি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, গাজীপুর	
নাম - মোহাম্মদ সাদমান হোসেন জাহিন পিতা - মোঃ মোশারফ হোসেন, এজিএম লোকাল অফিস, ঢাকা মাতা - ফাতেমা শাহিন স্কুল/কলেজ - মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - আসফিয়া জেরিন পিতা - মোঃ আসাদুজ্জামান, এসপিও, আইটি অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট, প্রঃ কাঃ, ঢাকা মাতা - মোছাঃ রেবেকা সুলতান স্কুল/কলেজ - মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা	
নাম - তাহমিদুর রহমান খান পিতা - মোঃ আনিছুর রহমান খান, এসপিও এরিয়া অফিস, ঢাকা-দক্ষিণ মাতা - মোসাঃ রাশেদা পারভীন স্কুল/কলেজ - মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - নাহিয়ান ইজতিহাদ সাদ পিতা - মোঃ ইকবাল হোসেন, এসপিও ফরেন ট্রেড ডিপার্টমেন্ট-ইমপোর্ট, প্রঃ কাঃ, ঢাকা মাতা - মোসাম্মাৎ জুলেখা ইয়াসমিন স্কুল/কলেজ - আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - ফারিহা নোভা পিতা - মোঃ আবুল হোসেন, এসপিও এরিয়া অফিস, নোয়াখালী মাতা - বিবি জুলেখা স্কুল/কলেজ - নোয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াখালী	
নাম - সৈয়দা রিজিয়া সুলতানা পিতা - সৈয়দ রওশন আলম, এসপিও চৌড়হাস বাজার শাখা, কুষ্টিয়া মাতা - রাফিজাতুল কোবরা স্কুল/কলেজ - কুষ্টিয়া সরকারি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	
নাম - রনিত চৌধুরী পিতা - রাজীব কুমার চৌধুরী, এসপিও (পিআরএল) এরিয়া অফিস, চট্টগ্রাম-এ মাতা - জয়শ্রী দে স্কুল/কলেজ - নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	
নাম - মাহাদী হাসান মাতা - মোছাঃ মারুফা সিদ্দিকা, পিও বিসিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা, বগুড়া পিতা - মোঃ শাহজাহান মামুন ডলার স্কুল/কলেজ - টিএমএসএস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া	
নাম - জান্নাতুন নাঈম তাহিয়া মাতা - দীপিকা রহমান, পিও এরিয়া অফিস, সিলেট পিতা - মোঃ লুৎফর রহমান স্কুল/কলেজ - সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট	

তথ্যাদি	ছবি
নাম - নুজহাত ইসলাম মাতা - সাহানা ইয়াসমিন, এজিএম রাজারবাগ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা পিতা - মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্কুল/কলেজ - আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - আফিয়া জাহিন পিতা - মোঃ আলী আকবর ফরাজী, এসপিও, ফরেন এক্সচেঞ্জ অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট, প্রঃ কাঃ, ঢাকা মাতা - কামরুন লায়লা স্কুল/কলেজ - শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা	
নাম - মৌমিতা সরকার পিতা - মৃদুল কুমার সরকার, এসপিও স্টেশন বাজার শাখা, নাটোর মাতা - ফাল্গুনী দাস স্কুল/কলেজ - নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোর	
নাম - নীল উৎপল রায় পিতা - রনজিৎ কুমার রায়, এসপিও ফুলবাড়ী বাজার শাখা, দিনাজপুর মাতা - নীলপনা রায় স্কুল/কলেজ - রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, রাজশাহী	
নাম - এম.এল.মাহির লাবিব পিতা - মোঃ মিজানুর রহমান, এসপিও এরিয়া অফিস, চাঁদপুর মাতা - লিজা আক্তার স্কুল/কলেজ - ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা	
নাম - আয়ান আবরার রহমান পিতা - গোলাম মাহবুবুর রহমান, এসপিও রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-১, প্রঃ কাঃ, ঢাকা মাতা - আফসানা বিনতে জামান স্কুল/কলেজ - আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - অনুরাধা অস্মি পিতা - ধীমান কান্তি শীল, এসপিও বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম মাতা - সুপ্রিয়া শীল স্কুল/কলেজ - বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম	
নাম - দিতিপ্রিয়া তাথৈ পিতা - সত্যচয়ন দাস, এসপিও সিলেট কর্পোরেট শাখা, সিলেট মাতা - নমিতা তালুকদার স্কুল/কলেজ - স্কলার্স হোম, শাহী ঈদগাহ্ ক্যাম্পাস, সিলেট	
নাম - সামিয়া তানজিম জান্নাত পিতা - এ. এস. মোহাম্মদ শোয়াইব হোসেন ভূঁইয়া, পিও এমডি'স রিকভারী সেল, প্রঃ কাঃ, ঢাকা মাতা - নাঈমা সুলতানা স্কুল/কলেজ - মুসলিম মডার্ন একাডেমি, ঢাকা	
নাম - মাসকুন ইসলাম মুশি মাতা - রাবেয়া খাতুন, পিও এরিয়া অফিস, জামালপুর পিতা - মুকাদ্দাসুল ইসলাম রিয়াদ স্কুল/কলেজ - জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	

তথ্যাদি	ছবি
নাম - সায়বা হোসেন পিতা - মোঃ আনোয়ার হোসেন, পিও রাণীশংকৈল শাখা, ঠাকুরগাঁও মাতা - মোছাঃ সেলিনা আক্তার স্কুল/কলেজ - আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দিনাজপুর	
নাম - তৌফিকুল ইসলাম পিতা - মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন, পিও এরিয়া অফিস, জামালপুর মাতা - সাবিনা ইয়াসমিন স্কুল/কলেজ - জামালপুর জেলা স্কুল, জামালপুর	
নাম - এবিএম আরাফাত সিদ্দিক মাতা - সোনিয়া মোজাম্মেল, পিও ইউজিসি ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা পিতা - মোঃ আবু বকর সিদ্দিক স্কুল/কলেজ - চেতনা মডেল একাডেমি, ঢাকা	
নাম - মৌমিতা নওরীন মাতা - তহমিনা খাতুন, পিও এরিয়া অফিস, সাতক্ষীরা পিতা - মোঃ আবুল কালাম আজাদ স্কুল/কলেজ - সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	
নাম - মোহনা রায় পিতা - গৌতম কুমার রায়, পিও এরিয়া অফিস, যশোর মাতা - সুপর্না সাহা স্কুল/কলেজ - যশোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর	
নাম - সাবিকুন নাহার আদৃতা পিতা - মোঃ সাখাওয়াত হোসেন মিজি, সিনিয়র অফিসার বঙ্গবন্ধু রোড কর্পোরেট শাখা, নারায়ণগঞ্জ মাতা - এ্যাপোলো নার্গিস স্কুল/কলেজ - নারায়ণগঞ্জ আইডিয়াল স্কুল, নারায়ণগঞ্জ	
নাম - জামিয়া জাহান পিতা - মোঃ আব্দুল জলিল, সিনিয়র অফিসার সপ্তপদী মার্কেট কর্পোরেট শাখা, বগুড়া মাতা - মোছাঃ পাপিয়া নাছরিন স্কুল/কলেজ - বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বগুড়া	
নাম - ইয়ানা হাসান মাতা - নগিনা শারমিন, সিনিয়র অফিসার গোদনাইল শাখা, নারায়ণগঞ্জ পিতা - আবুল হাসান মোস্তফা কামাল স্কুল/কলেজ - মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - কাব্য রায় পিতা - অনিল চন্দ্র রায়, এসএস-২ (ব্যাংক গার্ড) এরিয়া অফিস, দিনাজপুর মাতা - ববিতা রায় স্কুল/কলেজ - দিনাজপুর জিলা স্কুল, দিনাজপুর	
নাম - হিমেল বিশ্বাস পিতা - হিউবার্ট বিশ্বাস, কেয়ারটেকার (পিয়ন) এরিয়া অফিস, যশোর মাতা - পলি বিশ্বাস স্কুল/কলেজ - সেক্রেড হার্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর	

তথ্যাদি	ছবি
নাম - তাসনিয়া তাবাসসুম সামিরা পিতা - মোহাম্মদ কামরুল হক, পিও শান্তিনগর কর্পোরেট শাখা, ঢাকা মাতা - মোসাঃ শালিকা বেগম স্কুল/কলেজ - গিয়াসউদ্দীন ইসলামিক মডেল স্কুল, ঢাকা	
নাম - মেহজাবিন হোসাইন পিতা - বাবুল হোসাইন, পিও জাফরগঞ্জ শাখা, কুমিল্লা মাতা - কানিজ ফাতেমা সুমি স্কুল/কলেজ - নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কুমিল্লা	
নাম - মাহবীর সানীম আদিয়ান মাতা - মোসাঃ ফারজানা আকতার, পিও বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তর, ঢাকা পিতা - মোঃ মাহবুবুর রহমান স্কুল/কলেজ - বরিশাল ক্যাডেট কলেজ,বরিশাল	
নাম - অভিনন্দন দাস পিতা - রাম চন্দ্র দাস, পিও এরিয়া অফিস, বাগেরহাট মাতা - স্নিগ্ধা রানী দাস স্কুল/কলেজ - বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাগেরহাট	
নাম - মুমতাহিনা ইসলাম মাতা - তাহমিনা সুলতানা নিপু, সিনিয়র অফিসার এরিয়া অফিস, মাগুড়া পিতা - মোঃ শহিদুল ইসলাম স্কুল/কলেজ - মাগুরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা	
নাম - শ্রাবণী আক্তার কেয়া পিতা - মোঃ রুহুল আমিন, সিনিয়র অফিসার হারাগাছ শাখা, রংপুর মাতা - মোছাঃ শিউলী বেগম স্কুল/কলেজ - রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর	
নাম - তাসমিয়া নওরিন ফাইজা পিতা - মোঃ ফারুক হোসেন, সিনিয়র অফিসার দুলাই শাখা, পাবনা মাতা - জাকিয়া সুলতানা স্কুল/কলেজ - পাবনা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, পাবনা	

নতুন প্রজন্ম দ্বিগুণ মুনাফা স্কীম
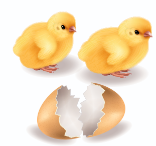

সঞ্চিত আমানত দ্বিগুণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে 'নতুন প্রজন্ম দ্বিগুণ মুনাফা স্কীম' চালু করেছে জনতা ব্যাংক পিএলসি.। এককালীন ০১ (এক) লক্ষ বা এর গুণিতক যে-কোন পরিমাণ টাকা জমা রেখে ৭ (সাত) বছরে দ্বিগুণ মুনাফা বুঝে নিন।

এ স্কীমে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিতে মুনাফার হার ১০.৪১%
হিসাবের মেয়াদ: ৭ (সাত) বছর

- জনতা ব্যাংক পিএলসি-এর যে-কোন শাখায় এ স্কীম খোলা যায়
- ০১ (এক) লক্ষ বা এর গুণিতক তদূর্ধ্ব পরিমাণ টাকা জমা রেখে সাত বছরে দ্বিগুণ মুনাফা
- রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকে আমানতকারীর বিনিয়োগ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও নিরাপদ
- জমাকৃত টাকার বিপরীতে ৮০% ঋণ গ্রহণের সুবিধা
- মেয়াদপূর্তির পূর্বে আমানতকারীর মৃত্যু হলেও নমিনির ইচ্ছায় মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত হিসাব চালু রাখার সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে মেয়াদপূর্তির আগেই আংশিক মুনাফাসহ টাকা তুলে নেয়ার সুবিধা

• বিধি মোতাবেক মুনাফা হতে কর কর্তনযোগ্য

জনতা ব্যাংক পিএলসি.
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার
www.jb.com.bd

প্রশিক্ষণ কোর্স: উদ্বোধনী ফটো গ্যালারি

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স ও কর্মশালা

ক্রেডিট বেজড মানি লন্ডারিং বিষয়ক কর্মশালা, ১৯ এপ্রিল ২০২৫
স্থান: জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা

ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফিন্যান্স (ব্যাচ ০১/২৫)
২০ এপ্রিল ২০২৫, স্থান: জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা

ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট কোর্স (ব্যাচ ০১/২৫) , ২ মে ২০২৫
স্থান: জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা

জাল নোট প্রচলন প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ওয়ার্কশপ,
২১ মে ২০২৫, স্থান: জনতা ব্যাংক পিএলসি, এরিয়া অফিস, ফেনী

ফাউন্ডেশন কোর্স ফর অফিসার্স

ব্যাচ: ০৩/২৫, উদ্বোধনের তারিখ: ১৩ এপ্রিল ২০২৫
স্থান: জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা

ব্যাচ: ০৪/২৫, উদ্বোধনের তারিখ: ২০ এপ্রিল ২০২৫
স্থান: জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা

ব্যাচ: ০৫/২৫, উদ্বোধনের তারিখ: ১৫ জুন ২০২৫
স্থান: জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা

ব্যাচ: ০৬/২৫, উদ্বোধনের তারিখ: ১৬ জুন ২০২৫
স্থান: জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা

শাখা স্থানান্তর

এপ্রিল-জুন ২০২৫
(বিডিএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

পুরাতন ঠিকানা	নতুন ঠিকানা
কাকরধা শাখা, বরিশাল গ্রাম/এলাকা : কাকরধা ইউনিয়ন : ফরিদপুর থানা : বাকেরগঞ্জ ডাকঘর : কাকরধা জেলা : বরিশাল ভবন মালিকের নাম : ফরিদপুর ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃপক্ষ	**কাকরধা শাখা, বরিশাল** গ্রাম/এলাকা : কাকরধা ইউনিয়ন : ফরিদপুর থানা : বাকেরগঞ্জ ডাকঘর : কাকরধা জেলা : বরিশাল ভবনের নাম : গাজী ভবন ভবন মালিকের নাম : আফজাল হোসেন স্থানান্তরের তারিখ : ১৩.০৪.২০২৫
ডাংমড়কা বাজার শাখা, কুষ্টিয়া গ্রাম/এলাকা : ডাংমড়কা ইউনিয়ন : আদাবাড়ীয়া ডাকঘর : ডাংমড়কা থানা : দৌলতপুর জেলা : কুষ্টিয়া ভবনের নাম : দত্ত ভবন ভবন মালিকের নাম : মমিনুল ইসলাম গং	**ডাংমড়কা বাজার শাখা, কুষ্টিয়া** গ্রাম/এলাকা : ডাংমড়কা ইউনিয়ন : আদাবাড়ীয়া ডাকঘর : ডাংমড়কা থানা : দৌলতপুর জেলা : কুষ্টিয়া ভবনের নাম : ডালিম ম্যানশন ভবন মালিকের নাম : মো : ডালিম রেজা স্থানান্তরের তারিখ : ১২.০৫.২০২৫
ঝালকাঠি শাখা, ঝালকাঠি হোল্ডিং নং : ৬৪ সড়কের নাম : কাশারি পট্টি রোড ওয়ার্ড নম্বর : ০৪ পৌরসভা : ঝালকাঠি পৌরসভা থানা : ঝালকাঠি সদর জেলা : ঝালকাঠি ভবন মালিকের নাম : মোঃ কামরুল ইসলাম এন্ড গং	**ঝালকাঠি শাখা, ঝালকাঠি** হোল্ডিং নং : ১০৩/১০৪ সড়কের নাম : ফরিয়াপট্টি রোড ডাকঘর : ঝালকাঠি থানা : ঝালকাঠি সদর জেলা : ঝালকাঠি ভবনের নাম : আজাদ ভান্ডার ভবন মালিকের নাম : আবুবকর ছিদ্দিক স্থানান্তরের তারিখ : ১৭.০৫.২০২৫
মাহমুদপুর বাজার শাখা, জামালপুর গ্রাম/এলাকা : মাদারগঞ্জ রোড ইউনিয়ন : ৩ নং মাহমুদপুর ডাকঘর : মাহমুদপুর থানা : মেলান্দহ জেলা : জামালপুর ভবন মালিকের নাম : মোঃ আমজাদ হোসেন	**মাহমুদপুর বাজার শাখা, জামালপুর** গ্রাম/এলাকা : মসজিদ রোড ইউনিয়ন : ৩ নং মাহমুদপুর ডাকঘর : মাহমুদপুর থানা : মেলান্দহ জেলা : জামালপুর ভবন মালিকের নাম : মোঃ ছাইদুর রহমান (ডানু) স্থানান্তরের তারিখ : ২৯.০৬.২০২৫

নাম পরিবর্তনসহ শাখা স্থানান্তর

এপ্রিল-জুন ২০২৫
(বিডিএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

পূর্বের নাম ও ঠিকানা	বর্তমান নাম ও ঠিকানা
মহিলা শাখা, ময়মনসিংহ গ্রাম/এলাকা : সিটি কর্পোরেশন হোল্ডিং নং : ০৬/ক সড়কের নাম : গঙ্গাদাস গুহ রোড, ময়মনসিংহ ওয়ার্ড নম্বর : ০৭ সিটি কর্পোরেশন : ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন থানা : কোতয়ালী, জেলা : ময়মনসিংহ	**টাউন হল মোড় শাখা, ময়মনসিংহ** গ্রাম/এলাকা : সিটি কর্পোরেশন হোল্ডিং নং : ০৬ সড়কের নাম : গঙ্গাদাস গুহ রোড, ময়মনসিংহ ওয়ার্ড নম্বর : ০৭ সিটি কর্পোরেশন : ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন থানা : কোতয়ালী, জেলা : ময়মনসিংহ ভবনের নাম : টাইম স্কয়ার স্থানান্তরের তারিখ : ০১.০৬.২০২৫

শাখার নাম পরিবর্তন

এপ্রিল-জুন ২০২৫
(বিডিএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

পূর্বের নাম	বর্তমান নাম
আমিনবাজার শাখা, ঢাকা গ্রাম/এলাকা : পর্বত সিনেমা কমপ্লেক্স, গাবতলী দাগ নম্বর : বিআরএস,আরএস-৫৮৯, ৬০২,৬০৩ মৌজা : মিরপুর ওয়ার্ড নম্বর : ০৯ ডাকঘর : মিরপুর থানা : দারুসসালাম জেলা : ঢাকা ভবন মালিকের নাম : আম্বিয়া হোসেন	**গাবতলী শাখা, ঢাকা** গ্রাম/এলাকা : পর্বত সিনেমা কমপ্লেক্স, গাবতলী দাগ নম্বর : বিআরএস, আরএস-৫৮৯, ৬০২,৬০৩ মৌজা : মিরপুর ওয়ার্ড নম্বর : ০৯ ডাকঘর : মিরপুর থানা : দারুসসালাম, জেলা : ঢাকা ভবন মালিকের নাম : আম্বিয়া হোসেন নাম পরিবর্তনের তারিখ : ২৪.০৪.২০২৫

নতুন ভবনে মাহমুদপুর বাজার শাখা, জামালপুর-এর ব্যাংকিং কার্যক্রম উদ্বোধন

২৯ জুন ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসি, মাহমুদপুর শাখা, জামালপুরের ব্যাংকিং কার্যক্রম নতুন ভবনের দ্বিতীয় তলায় স্থানান্তর করা হয়। বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খালেক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে নতুন ভবনে ব্যাংকিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে জনতা ব্যাংক পিএলসি, বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ ও এরিয়া অফিস, জামালপুরের নির্বাহী-কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চলে গেলেন যারা

এপ্রিল-জুন ২০২৫
(পিএমআইএস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

নাম ও পদবী : মোঃ মনিরুল ইসলাম, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ২১.০৬.২০১৫
মৃত্যু তারিখ : ০৬.০৪.২০২৫
শেষ কর্মস্থল : লোকাল অফিস, ঢাকা

নাম ও পদবী : মোঃ ইসলাম উদ্দিন, অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার, গ্রেড-১
যোগদান তারিখ : ২০.০৪.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ০৮.০৪.২০২৫
শেষ কর্মস্থল : দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নাম ও পদবী : মনোরঞ্জন দাস, প্রিন্সিপাল অফিসার
যোগদান তারিখ : ২১.০৯.১৯৯৮
মৃত্যু তারিখ : ১১.০৪.২০২৫
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, হবিগঞ্জ

নাম ও পদবী : মোঃ আব্দুল মমিন, অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার, গ্রেড-১
যোগদান তারিখ : ০১.০৪.১৯৯১
মৃত্যু তারিখ : ২০.০৪.২০২৫
শেষ কর্মস্থল : যমুনা সার কারখানা শাখা, জামালপুর

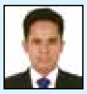

নাম ও পদবী : রাকিব হাসান, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ২৫.১০.২০২৩
মৃত্যু তারিখ : ১৩.০৪.২০২৫
শেষ কর্মস্থল : সূচিপাড়া শাখা, চাঁদপুর

নাম ও পদবী : মোঃ খোকন, সাপোর্ট স্টাফ, ক্যাটাগরি-২
যোগদান তারিখ : ০১.০৯.২০১৪
মৃত্যু তারিখ : ০৫.০৬.২০২৫
শেষ কর্মস্থল : গেন্ডারিয়া কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নাম ও পদবী : মোঃ ফেরদৌস রায়হান, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ২৫.০৬.২০১৯
মৃত্যু তারিখ : ০৬.০৬.২০২৫
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

নাম ও পদবী : খালিদ হাসান সুমন, প্রিন্সিপাল অফিসার
যোগদান তারিখ : ১০.১০.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ০৯.০৬.২০২৫
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, কিশোরগঞ্জ

নাম ও পদবী : সরকার রাজিবুল হাসান, অফিসার
যোগদান তারিখ : ২৪.০১.২০২১
মৃত্যু তারিখ : ১৯.০৬.২০২৫
শেষ কর্মস্থল : কাছিকাটা শাখা, নাটোর

উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২৫ বাস্তবায়নে জনতা ব্যাংক পিএলসির প্রথম স্থান অর্জন

ই-ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২৫ বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করেছে জনতা ব্যাংক পিএলসি.। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫ বাস্তবায়ন' বিষয়ক অনুষ্ঠানে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের কাছ থেকে সম্মাননা ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন জনতা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক। এছাড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের চিফ ইনোভেশন অফিসার, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং জনতা ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ অনিসসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ও ইনোভেশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গ্রিন ব্যাংকিংয়ের ভূমিকা

গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস বা রোধের জন্যই মূলত গ্রিন ব্যাংকিং ধারণার উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণত আমরা গ্রিন ব্যাংকিং বলতে পেপারলেস ব্যাংকিংকে বুঝি। প্রকৃত অর্থে পেপারলেস ব্যাংকিং হলো গ্রিন ব্যাংকিংয়ের একটা অংশ মাত্র। এর সাথে নবায়নযোগ্য শক্তি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহার, পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে অর্থায়ন ইত্যাদি বিষয় জড়িত। মূলত গ্রিন ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ও দূষণমুক্ত বিনিয়োগ, দুর্নীতিমুক্ত ও নৈতিক ব্যাংকিং এবং ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসকরণ এই সব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

পরিবেশ দূষণ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, দাবদাহ, তাপপ্রবাহ, শৈত্যপ্রবাহ, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি শব্দগুলোর ব্যবহার বর্তমানে খুব বেশি দেখা যায়। কারণ, এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখন ঘন ঘন ঘটছে যা মানুষের অস্তিত্বকে হুমকির মধ্যে ফেলছে ও উন্নয়নকে করছে ক্ষণস্থায়ী। এর অন্যতম কারণ বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তন। বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ করতে হলে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন রোধ করতে হবে। গ্রিনহাউস গ্যাস বলতে কার্বনডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন, ওয়াটার ভেপার, ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন ও হাইড্রো ফ্লোরো কার্বন গ্যাসসমূহকে বোঝায় যা প্রধানত জ্বালানি হিসেবে ফসিল ফুয়েল (কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস)-এর ব্যবহার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস, কৃষি কার্যক্রম ও বন উজাড়করণ ইত্যাদি থেকে সৃষ্টি হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী জনতা ব্যাংক পিএলসি নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নম্বর- ৮৮৭, তারিখ: ৩০.০৭.২০১৯ এর মাধ্যমে অত্যন্ত যুগোপযোগী গ্রিন ব্যাংকিং পলিসি প্রণয়ন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয় রোধে জনতা ব্যাংক গ্রিন ব্যাংকিং পলিসি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জনতা ব্যাংক পেপারলেস ব্যাংকিং বাস্তবায়নের জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যেমন- ডি-নথি, ই-মেইলের মাধ্যমে চিঠি-পত্রের আদান প্রদান, অনলাইন ব্যাংকিং, এটিএম বুথ চালুকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ব্যাংকের বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হচ্ছে যার ফলে জ্বালানি খরচ ও পরিবেশ দূষণ কমছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশবান্ধব ইট উৎপাদন, রিসাইক্লিং, গ্রিন বিল্ডিং, গ্রিন অ্যাগ্রিকালচার ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব পণ্য/প্রকল্প/উদ্যোগে অর্থায়নের জন্য জনতা ব্যাংক নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নম্বর- ১২৩৯, তারিখ: ১১.১২.২০২৩ জারি করেছে।

ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার উপায় হলো- ব্যাংকের শাখা, এরিয়া অফিসসহ সকল কার্যালয়ে বিদ্যুতের জন্য সোলার প্যানেল ব্যবহার করা, ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমানোর জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে ব্যবহার করা, এনার্জি বা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি, ফ্যান ইত্যাদি ব্যবহার করা, এসির তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রির নিচে না রাখা, সুযোগ থাকলে প্রাকৃতিক আলো ও বাতাসের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা, সভা-সেমিনারে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের বক্স, বোতল, পলিথিন ইত্যাদি ব্যবহার পরিহার করা, কাগজ কালির ব্যবহার কমানোর বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, অফিস শুরুর পূর্বে সকল ফ্যান, লাইট, এসি, কম্পিউটার ইত্যাদির সুইচ অন করা হয় এবং অফিস আওয়ার শেষ হলে একযোগে সব অফ করা হয়। অনেকসময় প্রয়োজন না থাকলেও চলতে থাকে দিনব্যাপী। একটু সচেতন হয়ে অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রের সুইচ বন্ধ করার মাধ্যমে বিদ্যুতের অপচয় তথা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করতে পারি।

আসলে গ্রিন ব্যাংকিং বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক ব্যাংকারকে চিন্তা-ভাবনায় গ্রিন হতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার কথা ভেবে প্রত্যেক ব্যাংকার ও গ্রাহক যদি মনেপ্রাণে গ্রিন ব্যাংকিংকে ধারণ করে এবং এর বাস্তবায়ন করে তবেই গড়ে উঠবে একটি সবুজ, সুন্দর ও টেকসই বাংলাদেশ।

এস.এম. খাদেমুল ইসলাম
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট, জনতা ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ৪৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০, ফোন: +৮৮-০২-৪১০৭১০২২, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-২২৩৩৮৪৬৪৪, ইমেইল: rps@janatabank-bd.com, ওয়েবসাইট: www.jb.com.bd কর্তৃক প্রকাশিত এবং জামান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ৪১-৪২ ইসলামপুর রোড, ঢাকা, ফোন: +৮৮ ০১৯৭১ ৮৩৩৯৫২, ইমেইল: zamanpp1100@gmail.com হতে মুদ্রিত

আলোকচিত্রী
মোঃ আব্দুল ফাত্তাহ